দৈনিক সংবাদ

সংবাদ

তারিখ 1 JUN ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ...

বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

৬ শতাধিক শিক্ষক-কর্মচারী বেতন পাচ্ছেন না দু'মাস ধরে

● ক্ষোভ আর হতাশা বাড়ছে

শিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় ৬ শতাধিক শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারী ২ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না। কবেনাগাদ তাদের বেতন প্রদান করা হবে সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ সুনির্দিষ্ট করে কিছুই বলছে না বলে অভিযোগ উঠেছে। ফলে বেতন না পাওয়ায় একদিকে যেমন তাদের মাঝে ক্ষোভ আর হতাশার সৃষ্টি হয়েছে অন্যদিকে অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী বেতন না পাওয়ায় পরিবার-পরিজন নিয়ে মানবেতর দিন কাটাচ্ছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক রয়েছেন ৯৬ জন। এ ছাড়াও কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছেন আরও ৫ শতাধিক। তাদের প্রতি মাসের বেতন হয় ৩০ তারিখের মধ্যে সেই হিসাবে গত মাসের তাদের বেতন হওয়ার কথা ছিল ৩০ এপ্রিলের মধ্যে কিন্তু তাদের গত মাসের বেতন প্রদান করা হয়নি। অন্যদিকে চলতি মাসের বেতনও ৩০ মের মধ্যে হওয়ার কথা থাকলেও তাদের মাসিক বেতন দেয়া হয়নি। এ ব্যাপারে তারা যে ২ মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না সে ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই বলে জানালেন কর্মকর্তা-কর্মচারীরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা সংবাদকে জানান সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক ড. আবদুল জলিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বর্তমান উপাচার্য একেএম নূর

শিক্ষক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

শিক্ষক : কর্মচারী

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

উন নবী গত ৬ মে নয়া উপাচার্য হিসেবে যোগদান করেছেন তিনি এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বেতন দেয়ার ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নিয়েছেন কিনা তা তারা জানেন না। আর পদক্ষেপ নিলে তারা অবশ্যই দুই মাসের বকেয়া বেতন পেতেন বলে জানালেন ওই কর্মকর্তা।

তবে একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দেয়ার অর্থ ছাড় করা হয়নি বলেই বেতন দেয়া যাচ্ছে না। কবে নাগাদ টাকা ছাড় করা হবে তাও নিশ্চিত করে কোন কর্মকর্তাই বলতে পারেননি। এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল কোন কর্মকর্তাই কোন মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে কয়েকজন শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান এর আগেও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন থেকে বরাদ্দ না পাওয়ায় অন্য প্রকল্প থেকে এমনকি ওই দফতর থেকে টাকা ধার করে শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীর মাসিক বেতন প্রদান করা হয়েছে কিন্তু এবার তেমন কোন পদক্ষেপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তারা জানান রাজধানী ঢাকায় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করেন এমনকি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে খণ্ডকালীন শিক্ষকতা করেন কিন্তু এখানে এর কোনটার সুযোগ নেই। ২ মাস ধরে তারা বেতন পাচ্ছেন না অথচ এ ব্যাপারে কোন পদক্ষেপ নেয়াই হচ্ছে না।

অন্যদিকে এমএলএসএস নাইট গার্ডসহ নিম্নস্তরের কয়েকজন কর্মচারী জানান বেতন না পাওয়ায় তারা পরিবার-পরিজন নিয়ে অনাহারে-অর্ধাহারে দিন কাটাচ্ছেন।

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি দায়িত্বশীল সূত্র জানায় বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় ৫ বছর হতে চলল প্রথম থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্থিক সংকট লেগেই আছে। সাধারণ প্রতি ৩ মাস অন্তর ইউজিসি রাজস্ব খাতের টাকা ছাড় করে থাকেন। এর আগে অনেকবার ধারদেনা করে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন দেয়া হয়েছে। গত বছর অক্টোবর মাসে ইউজিসি থেকে ৪০ লাখ টাকা ধার করে এনে প্রকল্প থেকে ২০ লাখ টাকা ধার করে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন এবং ঈদ বোনাস দেয়া হয়। এরপর ইউজিসি তাদের কিস্তির টাকা প্রদান করার সময় ধার নেয়া টাকা কেটে নেয়। তারপর জানুয়ারি থেকে মার্চ মাসের বেতন দেয়ার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ভর্তিসহ বিভিন্ন মাধ্যম আয় থেকে অর্থ ধার করে এনে বেতন প্রদান করা হয়েছে। এরপর ইউজিসি থেকে এপ্রিল থেকে জুন মাসের জন্য বরাদ্দ না পাওয়ায় বেতন দেয়া যাচ্ছে না।

সূত্র আরও জানায় ইউজিসি রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ২১টি বিভাগের শিক্ষক কর্মকর্তা-কর্মচারীদের চাহিদামতো অর্থ সরবরাহ না করায় মাসিক বেতন দিতে অর্থ সংকটে পড়তে হচ্ছে।

এ ছাড়াও নয়া বিশ্ববিদ্যালয় হওয়ার কারণে তহবিলে তেমন কোন অর্থ নেই। এটাও বেতন প্রদানে সমস্যা। তবে সূত্র জানিয়েছে সব কর্মকর্তা কর্মচারীর মাসিক বেতন দিতে ৭২ লাখ টাকা প্রয়োজন। সেটা ইচ্ছা করলেই দেয়া যায়। কিন্তু কেন দেয়া যাচ্ছে না তা সংশ্লিষ্ট কেউই বুঝতে পারছেন না। দেশের কোন সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারীরা দুই মাস ধরে বেতন পাচ্ছেন না এমন ঘটনা বিরল বলে জানিয়েছে সূত্রটি।

এ ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারসহ একাধিক কর্মকর্তার সঙ্গে গতকাল ফোন করলেও তারা কেউই ফোন রিসিভ করেননি।